সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ভূয়া মামলায় নিরীহ মানুষকে আসামী করে হয়রানীর মাধ্যমে তাদের সম্পত্তি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপট:

বিগত ২৭ জানুয়ারী, ২০২০ইং ও ২৮ জানুয়ারী জানুয়ারী ২০২০ইং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বোরখা ও নেকাব পরিহিত একদল নারী কারওয়ান বাজারস্থ বিটিএমসি ভবনের নীচ তলায় শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন করেন। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য ২৮ জানুয়ারী, ২০২০ইং উক্ত ভবনের ৮ম তলায় অবস্থিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যাওয়ার জন্য ভবনের সামনে গাড়ী থেকে অবতরণ করলে মানববন্ধনকারীরা নিজেদের হাতে থাকা ব্যানার, ফেস্টুন, প্লে-কার্ড সহ তাদেরকে ঘিরে ধরেন এবং রাজারবাগের কথিত পীর দিল্লুর রহমানের মুরিদদের দ্বারা গঠিত সিন্ডিকেট তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় মিথ্যা মামলা করে তাদের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করে, কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান পূর্ব নির্ধারিত ও আসন্ন কমিশন সভায় মানব-বন্ধনকারীদের অভিযোগ এজেন্ডাভুক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

কমিটি গঠন:

বিগত ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ইং বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৮৫তম (বর্তমান কমিশনের ৪র্থ) সভা কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ০৮ (আট) নং ক্রমিকের আলোচ্য সূচী ছিলো "সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ভূয়া মামলায় হয়রানী সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।" উক্ত আলোচ্য সূচী নিয়ে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্য মহোদয়গণের আলোচনার সারমর্ম এই যে, "মামলাবাজ পীর সিন্ডিকেট নিরীহ মানুষকে আসামী করে সম্পদ দখলসহ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে ব্যবহার করে মিথ্যা

অনুসন্ধান রিপোর্ট দাখিল করে বহু নিরীহ, সম্মানিত ও আর্থিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের নিকট আপোষ-মীমাংসার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় ও জমি, ঘরবাড়ী দখল করছে মর্মে সম্প্রতি কমিশনে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজারবাগের পীর দিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে মামলাবাজ একটি চক্র ভূয়া মামলায় অনেককে হয়রানী করছে। বিষয়টি কমিশনের দৃষ্টিগোচর হয়। এ বিষয়ে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ সমূহ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা অন্তে এ ধরনের সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের করণীয় কি হতে পারে তার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করা হলে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন:

১। মিজানুর রহমান খান

অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

.....আহ্বায়ক।

২। আল-মাহমুদ ফয়জুল কবীর

পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

.....সদস্য।

কমিটির কার্যক্রম:

২০২০ইং সনের ২৭ ও ২৮ জানুয়ারী মানব-বন্ধনকারীদের একাংশ ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ইং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে "কমিশনের সিদ্ধান্ত" জানার জন্য উপস্থিত হন। তারা কমিটির বিষয়ে অবহিত হয়ে কমিটির সদস্য এবং কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এর চেম্বারে এসে যোগাযোগ করেন। তারা উক্ত সদস্যের নিকট নিজেদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে "ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান সম্পর্কে কিছু তথ্য", "মামলাবাজ সিন্ডিকেটের দায়েরকৃত সাজানো মামলার দেশের বিভিন্ন জেলার বাদী/ সাক্ষীদের যোগসূত্র", তালিকাসহ বিভিন্ন তারিখের ৫৫

(পঞ্চান্ন)টি সংবাদ পত্রের কাটিং" ও পেনড্রাইভ যেখানে এনটিভি তে প্রচারিত ৮ অক্টোবর, ২০১৯ইং থেকে ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ইং পর্যন্ত প্রতি ঘন্টার খবরে দেখানো ৬টি পর্বের ভিডিও ক্লিপ, ২৬ জানুয়ারী, ২০২০ইং সময় টিভিতে প্রচারিত হাইকোর্টে মানববন্ধনের দৃশ্য এবং বিটিএমসি ভবনের নীচে করা মানবন্ধনের স্থির চিত্র সরবরাহ করে। কমিটির উক্ত সদস্য বিষয়টি তৎক্ষনাৎ কমিটির আহ্বায়ককে অবহিত করে। আহ্বায়ক মহোদয় "তদন্ত প্রতিবেদন" প্রস্তুত কালে আলোচনা ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে ভূক্তভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যৌথভাবে সরবরাহকৃত তথ্য উপাত্তকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন। তৎমতে মানব-বন্ধনকারী ভুক্তভোগীদের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নি করা হয়:

প্রদর্শনী-১: ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান সম্পর্কে প্রদত্ত লিখিত তথ্য।
প্রদর্শনী-২: ৫৫টি সংবাদপত্রের কাটিং ও তার তালিকা।
প্রদর্শনী-৩: কথিত পীর দিল্লুর রহমানের মুরিদ ও ভাড়াটিয়াদের দ্বারা দায়েরকৃত মামলার তালিকা এবং বিভিন্ন মামলায় তাদের যোগসূত্র।
প্রদর্শনী-৪: ভন্ডপীরের নেতৃত্বাধীন সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদের ক্লিপসমূহ।
প্রদর্শণী-৫: লাকী পিতা:- মোঃ শামছুর রহমানের সম্পাদিত ১৭/১০/২০১২ ইং তারিখের ২৪ নং এফিডেভিট যা ঢাকা জেলার বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল -২ এর মামলা নং ১০৫/১২ এর পোষকে প্রস্তুত করা হয়।

মাননীয় আহ্বায়ক মহোদয়ের পরামর্শ মতো উপস্থিত ভূক্তভোগীদের ১৩/০২/২০২০ইং তারিখ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কমিশনের সভাকক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। ভূক্তভোগীরা জানান যে, তারা বা তাদের পরিবারের যে সকল পুরুষ সদস্যদের বিরুদ্ধে কথিত পীর দিল্লুর রহমানের সিন্ডিকেট মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে তারা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন কারাগারে থাকাকালে পরস্পর পরিচিত হয় এবং নিজেদের দুর্দশার কথা আলোচনা করতে গিয়ে জানতে পারে যে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী সিন্ডিকেট একটিই যার "মাষ্টার মাইন্ড" রাজারবাগের কথিত পীর দিল্লুর রহমান। এ ভুক্তভোগীদের বাড়ী দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং সবাই সবাইকে ভালোভাবে চিনেন না বা ঠিকানা জানেন না। কাজেই সকল

ভুক্তভোগীর সাথে যোগাযোগ করা বা তাদের একত্রিত করে কমিশনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, কথিত পীর দিল্লুর রহমানের লোকেরা সব সময় তাদের উপর দৃষ্টি রাখছে মর্মে উপস্থিত অভিযোগকারীরা কমিটিকে অবহিত করেন। কোন একজন তাদের দায়েরী মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে গেলে ঐ ব্যক্তির জামিনের জন্য বা ঐ ব্যক্তির পক্ষে আইনী লড়াই করার জন্য পরিবারের যে সদস্য বা আপনজন কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করেন তার বিরুদ্ধেও সিন্ডিকেট একাধিক নতুন মামলা দিয়ে হয়রানী করেন মর্মে অভিযোগকারী জানান। এ কারণেই মানববন্ধনকারীদের প্রায় সকলেই বোরখা-নেকাব পড়া মহিলা ও শিশু ছিলো যেন তাদেরকে কথিত পীরের লোকেরা সনাক্ত করতে না পারে। তারা গোপন স্থানে বসে মোবাইলে যোগাযোগ করে মামলার তালিকা তৈরী করেছেন মর্মে উপস্থিত অভিযোগকারী জানান।

যাহোক, ১৩/০২/২০২০ইং তারিখে কমিটির সদস্যদ্বয়ের সামনে ভুক্তভোগীদের মাত্র ১১ (এগার) জন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হলে কমিটি তাদের লিখিত জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কমিটি একাধিকবার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য্য করে ভুক্তভোগীদের মধ্যে যারা যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন তাদের অবহিত করেন। উক্ত ভুক্তভোগীরা জানান যে, স্বাক্ষ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট একাধিক নতুন মামলা করতে পারে আংশকায় কেউ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে আসছেন না। যাহোক, ১৫/০৭/২০২০ইং তারিখে কমিটি আরো দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কথিত পীর দিল্লুর রহমান ও তার সিন্ডিকেটের ভয়ে ভুক্তভোগীরা স্বতস্ফূর্তভাবে কমিটির সামনে আসছেন না বা আসতে পারছে না এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে বিলম্ব হচ্ছে বিধায় কমিটি ১৫/০৭/২০২০ইং তারিখ সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত করে।

কমিটির সামনে পি.ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ সোহেল চৌধুরী, পি.ডব্লিউ-২ হিসাবে মোঃ আলাউদ্দিন, পি.ডব্লিউ-৩ হিসাবে মোছাঃ খাদিজা বেগম, পি.ডব্লিউ-৪ হিসাবে নুসরাত জাহান রীনা, পি.ডব্লিউ-৫ হিসাবে নাজমা আক্তার, পি.ডব্লিউ-৬ হিসাবে মোঃ জিন্নাত আলী, পি.ডব্লিউ-৭ হিসাবে মোঃ তৈয়ব উল্লাহ, পি.ডব্লিউ-৮ জয়নাল আবেদীন পি.ডব্লিউ-৯ হিসাবে মোঃ মলি হোসেন, পি.ডব্লিউ-১০ হিসাবে মোহাম্মদ সৈয়দ, পি.ডব্লিউ-১১ হিসাবে মোহাম্মদ একরামুল আহসান কাঞ্চন, পি.ডব্লিউ-১২ হিসাবে মাহবুবুর রহমান খোকন ও পি.ডব্লিউ-১৩ হিসাবে ডাঃ শাহিনা আক্তার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

তদন্ত কমিটি, কমিশনের "অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগ" থেকে ভুক্তভোগীদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেগুলো তলব করেন।

ভুক্তভোগীদের মধ্যে মোঃ সোহেল চৌধুরী বিগত ২৯/০৯/২০১৯ইং তারিখে, আলাউদ্দিন (বয়স-১২) ১১/১১/২০১৯ইং তারিখে ও ছালমা বেগম ৩১/১২/২০১৯ইং তারিখে কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, তদন্ত কার্যক্রম চলাকালে ডা. শাহীন আক্তার ১৩/০৭/২০২০ইং তারিখে কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনা, স্থান, সময়, ব্যক্তি ও অভিযোগ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অভিযোগ সমূহ ও অভিযোগকারীদের সাক্ষ্য একত্রে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ০৪ (চার)টি অভিযোগই রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমান ও তার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়।

আলোচনা ও পর্যালোচনাঃ

তদন্তকালে পি.ডব্লিউ-১ হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মোঃ সোহেল চৌধুরী তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি ইতিপূর্বে কমিশনে ২৯/০৯/২০১৯ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার লিখিত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তিনি একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। তার একাডেমিক রেজাল্ট অসাধারণ। তিনি বংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ৪৩তম ব্যাচ থেকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বিএমএস ডিগ্রী শেষ করে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত নৌ-বাহিনীর প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরীর উপস্থিতিতে তৎকালীন মেরিন একাডেমীর কমান্ডেন্ট "রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক" ও "শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট" স্বর্ণপদক পান। একজন ক্যাডেটের একসঙ্গে দুটি স্বর্ণপদক পাওয়া নিঃসন্দেহে বিরল ঘটনা। তার সাক্ষ্য মতে, তিনি ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোঃ কামাল মিয়া, পিতা-আজিজুল হক ধন মিয়া'র মেয়ে মিথিলাকে বিবাহ করেন। তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় তিনি প্রচলিত আইনে মিথিলাকে তালাক দেন। এ আক্রোশে মোঃ কামাল মিয়া তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ ৫৬৩/১৯ নং মামলা ও অপরিচিতা হামিদা বেগমকে দিয়ে ঢাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৯ এ ১৪০/১৮নং মামলা দায়ের করায়। তিনি পরবর্তীতে

খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, তার শ্বশুর মোঃ কামাল মিয়া ও অপরিচিতা হামিদা বেগম রাজারবাগের পীর সাহেব দিলুর রহমানের মুরিদ এবং কামাল মিয়া উক্ত দিলুর রহমানের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন মুরিদের মধ্যে একজন। তিনি জেলখানায় থাকা অবস্থায় এবং পরবর্তীতে জামিনে বের হয়ে জানতে পারেন যে, ভন্ডপীর দিলুর রহমানের আরো মুরিদরা বিভিন্ন জনের সম্পত্তি ও নগদ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বাদী হয়ে বিভিন্ন জেলায় মামলা করেছে। ১৪০/১৯নং মামলার বাদিনী হামিদা বেগম রাজারবাগ পীরের সম্বন্ধির বাড়ির ভাড়াটিয়া এবং ৫নং স্বাক্ষী মাসুম পীরের সম্বন্ধির ছেলে হওয়ায় এবং মামলার ধরণ দেখে বুঝতে পারেন শ্বশুর কামাল মিয়া প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ভন্ডপীর দিলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এই ভয়ানক মামলাবাজ সিন্ডিকেট দিয়ে মামলা করাচ্ছেন। তার জানামতে, ভন্ডপীর দিলুর রহমান তার বিভিন্ন মুরিদ দিয়ে বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১৪০টি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে যার প্রায় সবগুলোই মানব-পাচার সংক্রান্ত। তিনি তার সাক্ষ্যে আরো বলেন যে, যশোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের মানব-পাচার মামলা নং- ৩১/১৬ তে তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী হয় এবং তিনি ঐ মামলায় কয়েকদিন জেল খাটেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন যে তিনি আসলে ঐ মামলার কোন আসামীই নন এবং মানব পাচার মামলা নং- ৩১/৩৬ নং ওয়ারেন্টটি সৃজিত ও সকল কাগজ ভূয়া নকল। মূলত উক্ত মামলাটি কামাল মিয়ার মেয়ে মিথিলার প্রেমিক মামুনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা ছিল এবং কামাল মিয়া তার এই ভন্ডপীরের সিন্ডিকেট দিয়ে ওয়ারেন্টটি সৃজন করেছেন মর্মে অভিযোগকারীর দাবী। তার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জজকোর্টে তার একটি মামলা থাকায় তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জজকোর্টে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, সেখানকার এডভোকেট ফেরদৌস মিয়া ও তার মোহরী সাহেদ মিয়া ভন্ডপীর দিলুর রহমানের মুরিদ এবং তার সাবেক শ্বশুর কামাল মিয়ার সাথে তাদের দহরম-মহরম সম্পর্ক। তিনি তার সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করেন যে, মুহুরী সাহেদ মিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জজকোর্টে ভন্ডপীর দিলুর রহমানের মামলাবাজ সিন্ডিকেটের সকল মামলার পরিচালনাকারী, ভাড়াটিয়া বাদী/ ভিকটিম/ স্বাক্ষী সরবরাহকারী ও

আশ্রয়দানকারী এবং কামাল মিয়ার সকল কুকর্মের প্রধান সহযোগী। কামাল মিয়া ও তার সহযোগী সাহেদ মিয়া মামলাবাজ সিন্ডিকেটের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। সাহেদ মিয়া মুহুরীর আড়ালে মূলত আদম ব্যবসায়ী ও নারী পাচারকারী। সে তার নিজবাড়ীতে ও তার আশেপাশের বাড়ীতে এইসব মামলাবাজ চক্রের মহিলাদেরকে আশ্রয় দেয় ভাড়াটিয়া ছদ্মবেশে। তারপর এই বাড়ীর ঠিকানা ব্যবহার করে মামলা করে ফাঁসায় দেশের বিভিন্ন জেলার লোকদের। এইসব মামলায় কখনো সাহেদ নিজে স্বাক্ষী হয়, কখনো প্রতিবেশীদের স্বাক্ষী বানায়। এমনই এক ভাড়াটিয়া বাদী নাহিদা আক্তার রত্না সাহেদ মুহুরীর বাড়ীতে থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ৩/১৭নং মানবপাচার মামলা করেছে, আবার দেখা যায় এই রত্নাই দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে কমপক্ষে ৩টি মানবপাচার মামলা করেছে। তিনি আরও বলেন, ১৪০/১৯নং মামলার বাদিনী একইরকম ভাড়াটিয়া বাদী এবং এই মহিলা দেশের বিভিন্ন জেলায় কমপক্ষে ৪টি মানবপাচার মামলা দায়ের করেছে যেখানে মেয়ে সোনিয়া আক্তারকে ভিকটিম ও স্বামীকে স্বাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করে। মূলত হামিদা বেগমের পুরো পরিবার এই মামলাবাজ সিন্ডিকেটের সদস্য এবং এইসব মহিলারা শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন জেলায় জেলায় ঘুরে মানবপাচারের মত ঘৃণিত মামলা সাজায়। ১৪০/১৯ নং মামলায় প্রতারক বাদিনী হামিদা বেগমের বিরুদ্ধে ১৭ ধারায় মিথ্যা মামলা দায়েরের কারণে চূড়ান্ত রিপোর্টে পুলিশ কর্তৃক আদালতকে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, উনার স্ত্রী মিথিলার সাথে পূর্বে হিরু জুম্মান নামক ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দক্ষিণ মৌড়াইলের এক ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছিল এবং কামাল মিয়ার মেয়ে মিথিলার অত্যাচার দুর্ব্যবহারে যখন হিরু জুম্মানের সাথে মিথিলার ছাড়াছাড়ি হয় তখন হিরু জুম্মানের নামে ১টি ও তার পিতা কমিন শাহ্‌র নামে ১২টি মানর্বপাচারসহ অন্যান্য মামলা হয়। এছাড়া মিথিলার প্রেমিক মামুন মিয়া, মাতা- ছালামা বেগম শুধুমাত্র কামাল মিয়ার মেয়ের সাথে মনোদৈহিক সম্পর্ক থাকার কারণে মানব পাচার মামলা সহ সারাদেশে ৫টি মামলার আসামী হয়। এখন বর্তমানে উনিও মিথিলাকে ডিভোর্স দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে একই ভাবে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মানব পাচার মামলা দিচ্ছে। কামাল মিয়া তার এই এক মেয়েকে দিয়েই ৩টি পরিবারকে

ধ্বংস করে দিয়েছে। কামাল মিয়া ও তার মামলাবাজ সিন্ডিকেট থেকে বাঁচার আকুতি নিয়ে হিরু জুম্মন পুলিশ সদর দপ্তর আইজি মহোদয় বরাবর, মামুনের মা ছালমা বেগম মানবাধিকার কমিশন, আইজি মহোদয়সহ আরো কয়েকটি জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেন। কামাল মিয়া এই তিনটি পরিবারের অনেক সদস্যদের এই মিথ্যা মামলায় মাসের পর মাস জেল খাটিয়েছেন এবং মোঃ সোহেল চৌধুরী দীর্ঘ ৯ মাস জেল খেটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আপোষের মাধ্যমে জামিনে মুক্তি পায়। কামাল মিয়া সোহেল চৌধুরীকে জেলখানায় আটকে রেখে তার বৃদ্ধ মাকে ভয় দেখিয়ে চাপ প্রয়োগ করে তার মার কাছ থেকে ৩৪ লক্ষ টাকার চেক ও ১ লক্ষ টাকা নগদ নেয় এবং তার দ্বিতল বাড়িটি কামাল মিয়ার মেয়ে মিথিলাকে লিখে দেয়ার অনৈতিক শর্তে আপোষ করে। এখানে উল্লেখ থাকে, ৩টি পরিবারের অতীত কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই এবং কামাল মিয়ার সাথে যারই ঝামেলা হয় তার নামেই সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় মামলা হয়।

<u>প্রদর্শনী-২</u> হিসাবে চিহ্নিত পেপার কাটিংগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রে উক্ত মোঃ সোহেল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়।

<u>প্রদর্শনী-৩</u> হিসাবে চিহ্নিত রাজার বাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের মুরিদের বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা মামলা সমূহের তালিকায় মোঃ সোহেল চৌধুরীর কথিত মামলা দুইটির উল্লেখ আছে।

<u>প্রদর্শনী-৪</u> হিসাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া NTV-তে ৬ পর্বের প্রতিবেদনে মোঃ সোহেল চৌধুরীকে কিভাবে ভন্ডপীর দিলুর রহমান সিন্ডিকেট মামলায় ফাঁসিয়েছে দেখানো হয়।

তদন্ত কমিটির সামনে পি.ডব্লিউ-২ হিসাবে মোঃ আলাউদ্দিন সাক্ষ্য প্রদান করেন। সে কমিশনে ১১/১১/২০১৯ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। উক্ত অভিযোগের সাথে মোঃ আলাউদ্দিন মামলাবাজ সিন্ডিকেটের মিথ্যা মামলার জালে বন্দী এমন আরও অনেকের নাম ও মামলার নাম্বারসহ তালিকা প্রদান করেন। উক্ত অভিযোগে উল্লেখিত মামলাগুলোর বিবরণ প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। লিখিত অভিযোগ ও সাক্ষ্যে সে তার বয়স ১২ (বার) মর্মে দাবী করে। কমিটির সামনে উক্ত মোঃ আলাউদ্দিন হাফপ্যান্ট পড়ে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হন যাকে খালী চোখে দেখেই 'শিশু' হিসাবে সনাক্ত করা যায়। তার বাড়ী কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায়। উক্ত মোঃ আলাউদ্দিন তার সাক্ষ্যে বলেন, তার সৎ ভাই রফিক আলম দিলুর পীরের মুরিদ এবং উক্ত পীরের একটি রাবার বাগানের কর্মচারী। তার পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য তার সৎ ভাই রফিক তার রাবার বাগানের অপর এক কর্মচারী যিনিও দিলুর পীরের মুরিদ নুরুল ইসলাম বদুকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ মানব পাচার ১৮/১৮নং মামলা করায় এবং মামলায় উল্লেখিত ঘটনার সময় আলাউদ্দিনের বয়স ৭ বছর ছিল। পরবর্তীতে ঐ মামলার বাদী নুরুল ইসলাম বদু এলাকায় স্বীকার করে যে সে দিলুর পীরের নির্দেশে এবং তার সৎ ভাই রফিক থেকে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা নিয়ে মিথ্যা মামলাটি করে। সংবাদপত্রে এ খবরটি প্রকাশ হয়েছিল এবং NTV-র প্রতিবেদনে নুরুল ইসলাম বদু সাক্ষাৎকারে টাকা নিয়ে মামলা করার বিষয়টি স্বীকার করেছিল। উক্ত মোঃ আলাউদ্দিনের কমিশনে করা লিখিত অভিযোগের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে মানব না হয়েও (অর্থাৎ শিশু হওয়া) মানব পাচারকারী হিসাবে ঘরছাড়া, জেলে থাকা আসামী মোঃ আলাউদ্দিন শীর্ষক সচিত্র সংবাদ পরিবেশিত হয়। প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত সংবাদপত্রের কাটিং সমূহেও শিশু আলাউদ্দিনের বিষয়ে সংবাদ প্রচার হওয়ার বিষয় দৃষ্ট হয়। অভিযোগের সাথে থাকা মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-১২৬২৬/২০১৯ এর রায় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন

দমন ট্রাইব্যুনাল ২ এর অন্যতম আসামী তথা এ অভিযোগকারী মোঃ আলাউদ্দিন শিশু হওয়ার কথা উল্লেখে মহামান্য হাইকোর্ট বিচার কার্যক্রম 'শিশু আদালতে' করার কথা উল্লেখ করেছেন। একজন ০৭ (সাত) বছরের শিশু কিভাবে মানব পাচারকারী হতে পারে তা কমিটির কাছে বোধগম্য নয়। শুধু মোঃ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বিবেচনা করলেও রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের মুরিদদের সমন্বয়ে গঠিত সিন্ডিকেট সমগ্র দেশে আইন, আদালত, থানা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে কি রকম অরাজকতা চালাচ্ছে তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে। **প্রদর্শনী**-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উক্ত মোঃ আলাউদ্দিনকে তার অপরিচিত ০৫ (পাঁচ) জনের সাথে আসামী করে মানবপাচার ১৮/১৮ নং মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সামনে পি.ডব্লিউ-৩ হিসাবে ঢাকার আশুলিয়ার মোছাঃ খাদিজা বেগম সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার পিতা তথা রাজার বাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের অন্যতম শিকার মাহবুবুর রহমান খোকন সম্পর্কে ১৩/০২/২০২০ইং তারিখে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন উক্ত মাহবুবুর রহমান খোকন একাধিক মামলায় জেল হাজতে আটক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জামিনে মুক্ত হয়ে ১৫/০৭/২০২০ইং তারিখে পি.ডব্লিউ-১২ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-৩ ও পি.ডব্লিউ-১২ এর অভিন্ন সাক্ষ্য মতে, সাইফুল ইসলাম, পিতাঃ শাহজাহান চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ মানব পাচার ১২/১৭ নং মামলা, লাকী আক্তার, স্বামী-নুরুদ্দিন সাতক্ষীরায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মানব পাচার ৬/১৮ নং মামলা, মোঃ ওমর ফারুক, পিতা- গুরা মিয়া ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এ মানব পাচার ১/১৯ মামলা মাহবুবুর রহমান খোকন এর বিরুদ্ধে দায়ের করেন। উক্ত সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য মতে মাহবুবুর রহমান খোকন আশুলিয়ায় নার্সারী ব্যবসা করেন, তিনি কোন দিন কোন মানব পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন না, পূর্বোক্ত সাইফুল ইসলাম, লাকী আক্তার, রোজিনা আক্তার ও মোঃ ওমর ফারুক

রাজারবাগের ভন্ডপীর দিল্লুর রহমানের মুরিদ এবং ভাড়াটিয়া বাদী দিল্লুর রহমান তার সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য নিজস্ব ০৪ (চার) জন মুরিদকে দিয়ে ০৪ (চার) জেলায় তার বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন মানব পাচারের মিথ্যা মামলা করায়, দিল্লুর রহমান তার আরো মুরিদ দিয়ে অনেকের বিরুদ্ধে সম্পত্তি গ্রাসের জন্য বিভিন্ন জেলায় মানব পাচারের মামলা করায়। প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন সংবাপত্রের কাটিং এ উক্ত মাহবুবুর রহমান খোকনের বিরুদ্ধে রাজারবাগের কথিত পীর দিল্লুর রহমানের সিন্ডিকেটের মিথ্যা মামলা দায়েরের সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকায় উক্ত মাহবুবুর রহমান খোকনের মামলাগুলোর কথা উল্লেখ আছে।

পূর্বোক্ত মাহবুবুর রহমান খোকন (পি.ডব্লিউ-১২) এর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী নুসরাত জাহান রীনা পি.ডব্লিউ-৪ হিসাবে কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উক্ত পি.ডব্লিউ-৪ তার সাক্ষ্যে বলেন, তার বাড়ী ঢাকার আশুলিয়ায়, রোজিনা আক্তার, পিতা আব্দুল খালেক তার স্বামী হাবিবুল্লাহর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মানব পাচার ৬/১৮ নং মিথ্যা মামলা দায়ের করে তার স্বামী নির্দোষ ও মানব পাচারের সাথে জড়িত নয়, রোজিনা আক্তার নামে কাউকে তারা আগে চিনতেন না, পরে জেনেছেন যে সে রাজারবাগের ভন্ড পীর দিল্লুর রহমানের মুরিদ, দিল্লুর রহমান তার ভাসুর মাহবুবুর রহমানের সম্পত্তি গ্রাসের জন্য নিজের মুরিদ রোজিনা আক্তারকে দিয়ে মিথ্যা মামলা করিয়েছে, তার স্বামীর অপরাধ সে নিজের ভাই অর্থাৎ তার (পি.ডব্লিউ-৪ এর) ভাসুরের জামিনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছিলো। প্রদর্শনী-২ দৃষ্টে দেখা যায় এ বিষয়েও বিভিন্ন তারিখের সংবাদপত্রে সংবাদ প্রচার হয়েছিলো এবং প্রদর্শনী-৩ দৃষ্টে দেখা যায় ভুক্তভোগীদের প্রদত্ত মিথ্যা মামলার তালিকায় মামলাগুলো উল্লেখ আছে।

ঢাকার আশুলিয়ার নাজমা আক্তার পি.ডব্লিউ-৫ হিসাবে কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে নিজের স্বামীর নাম সোহরাব হোসেন

এবং ছেলের নাম ফজলে হামীম সায়মন মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি সাক্ষ্যে বলেন, সাইফুল ইসলাম, পিতা- শাহজাহান তার স্বামী ও ছেলের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ 'মানব পাচার ১২/১৭ নং মামলা' ও লাকী আক্তার, স্বামী- নুরুদ্দিন সাতক্ষীরায় "মানব পাচার ৯/১৭ নং মামলা" এবং রোজিনা আক্তার, পিতা: আব্দুল খালেক তার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে "মানব পাচার ৬/১৮নং মামলা" দায়ের করে। তাছাড়া, মোঃ ওমর ফারুক, পিতা- গুরা মিয়া তার স্বামী ও ছেলের বিরুদ্ধে "মানব পাচার ১/১৯ নং মামলা" এবং মোঃ মফিজুল ইসলাম, পিতা- মৃত লিয়াকত হোসাইন প্রধান ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ১৬৮৮/১৮নং হত্যা মামলা দায়ের করে। তিনি সাক্ষ্যে বলেন তার স্বামী বা ছেলে কোন মানব পাচার বা হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত নয়, ৫টি মামলাই ভূঁয়া, তারা এ মামলাগুলোর বাদী বা সাক্ষীদের কিংবা ভিকটিমকে চিনেন না, এ মামলাগুলোর বাদী সাইফুল ইসলাম, লাকী আক্তার, রোজিনা আক্তার, মোঃ ওমর ফারুক ও মোঃ মফিজুল ইসলাম রাজারবাগের ভন্ডপীর দিলুর রহমানের মুরিদ, দিলুর রহমানই তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য তার মুরিদদের দিয়ে এই মিথ্যা মামলাগুলো করায়, সে আরো অনেকের বিরুদ্ধে সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য তার বিভিন্ন মুরিদদের দিয়ে বিভিন্ন জেলায় মিথ্যা মামলা করায়, এগুলোর অধিকাংশই মানব পাচারের মামলা। উক্ত সাক্ষীর উল্লেখিত মামলা সমূহের বিবরণ প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকায় উল্লেখ আছে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রচারিত সংবাদের কাটিং প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত সংবাদপত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানার মোঃ জিন্নাত আলী কমিটির সামনে পি.ডব্লিউ-৬ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, তিনি কুতুবদিয়া বসবাস করেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে নুরুল ইসলাম বদু বাদী হয়ে চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ মানব-পাচার ১৮/১৮ মামলা দায়ের করে, সে ঐ মামলার বাদী বা অন্যান্য আসামীদের কাউকে চিনতেন না, জেলখানায় তাদের পরিচয় হয়, নুরুল ইসলাম বদু রাজারবাগের দিলুর পীরের মুরিদ, উক্ত পীর

তার জমি-জমা গ্রাস করার জন্য নুরুল ইসলাম বদুকে দিয়ে এই মামলা করিয়েছে, দিলুর পীরের মুরিদ মীর আহমদ আলী বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মানব পাচার মামলা করে, ঐটি ফতুল্লা মডেল থানার মামলা নং-০২ (১০)১৬ নং মামলা, পীর দিলুর রহমানের প্রজেক্ট ম্যানেজার আনিসুর রহমান ওরফে লাদেন মৌলভী এবং দিলুর পীরের অপর মুরিদ লুৎফর রহমান ভূয়া বাদী মাছাছিং মার্মানীকে ভাড়া করে তাকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে বান্দারবন জেলার লামা থানায় জি.আর ২৩/১৪ নং মামলা করায়, এটি মার্ডার কেস, তার বিরুদ্ধে মামলায় ২ বার তদন্ত হলেও সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়, কিন্তু বাদী বারবার না-রাজীর আবেদন করে যাচ্ছে। উক্ত সাক্ষীর উল্লেখিত মামলা সমূহ প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তার বিষয়েও সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়।

কমিটির সামনে পি.ডব্লিউ-৭ হিসাবে কক্সবাজার জেলার রামু থানার মোঃ তৈয়ব উল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, তিনি কক্সবাজার জেলায় বসবাস করেন, দিলুর পীরের ৪ জন মুরিদ উক্ত পীরের নির্দেশে এই সাক্ষীর সহায়-সম্পত্তি গ্রাসের জন্য পৃথক পৃথক ৪টি জেলায় মামলা করে, তন্মধ্যে রফিক আলম বাদী হয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল মানব-পাচার ১১/১৭নং মামলা করে, মোহাম্মদ মোতালেব বাদী হয়ে ঢাকা জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এ মানব-পাচার ৭০/১৮নং মামলা দায়ের করে, মোঃ হারুনুর রশিদ বাদী হয়ে চট্টগ্রাম জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫ এ তার বিরুদ্ধে নূরুল আবছার ৯০/১৭ নং মানব পাচার মামলা করে, ঐ মামলায় তিনি খালাস পান, তার ৪টি মামলার মধ্যে প্রথম মামলায় জামিন হয়ে বের হওয়া মাত্র ২য় মামলায় এরেস্ট হন। ২য় মামলায় জামিন হওয়া মাত্র ৩য় মামলায় এরেস্ট হন, ৩য় মামলায় জামিন হওয়া মাত্র ৪র্থ মামলায় এরেস্ট হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে দিলুর পীর তাকে জেল হতে বের হতে দিবে না। তখন সে দিলুর পীরের মুরিদ আনিছুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করেন। সে (আনিছুর রহমান) তার (পি.ডব্লিউ-

৭) কাছে ৫০ লক্ষ টাকা অথবা রাবার বাগান দিতে বলে। অবশেষে সে তাকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে মামলা খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পান। উক্ত সাক্ষীর মামলাগুলোও প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকায় উল্লেখ আছে।

নরসিংদীর মোঃ জয়নাল আবেদিন পি.ডব্লিউ-৮ হিসাবে কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, তিনি নরসিংদী থানার মহিষাদী নুরীয়া জামিয়া হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, ম্যানেজিং কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ মলি হোসেন তাদের মাদ্রাসার জমি দিলুর পীড় গ্রাস করার জন্য নিজের দরবার শরীফের নামে ভূয়া দলিল মূলে নামজারী করিয়ে নেয়, এতে দিলুর পীর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দুইজনের বিরুদ্ধে ঢাকা সি.এম.এম কোর্টে সি.আর ৫৬৪/১২নং মামলা তার মুরিদ তৌহিদুল আনোয়ার খানকে দিয়ে করায়, পরবর্তীতে দিলুর পীরের মুরিদ নুরুল ইসলাম বদুকে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ মানব পাচার ১৮/১৮ মামলা করায় তৎপরবর্তীতে দিলুর রহমানের মুরিদ হামিদা বেগম বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ মানব পাচার ১৪০/১৯নং মামলা দায়ের করে দিলুর পীর তার আরো মুরিদ নিয়ে আরো লোকের বিরুদ্ধে জমি গ্রাসের জন্য অনেক মামলা করেছে। উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যে উল্লেখিত সহ-আসামী মোঃ মলি হোসেন পি.ডব্লিউ-৯ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উক্ত সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেন পি.ডব্লিউ-৮ হিসাবে জয়নালের বক্তব্যই তার বক্তব্য। পি.ডব্লিউ-৯ ও পি.ডব্লিউ-৮ যে সকল মামলায় আসামী সে সকল মামলা প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকায় উল্লেখ আছে।

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানার মোহাম্মদ সৈয়দ পি.ডব্লিউ-১০ হিসাবে কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, তিনি কুতুবদিয়ায় ব্যবসা করেন। তবে লামায় তার জায়গা-জমি আছে। রাজারবাগের ভন্ডপীর দিলুর রহমানের খাস মুরিদ আনিসুর রহমান, আনিছুর রহমান মাদ্রাসা করার কথা বলে তার ৫ একর জমি খরিদ করতে চায়। তাদের এলাকায় একটি মাদ্রাসা

থাকায় সে আনিসুর রহমানের কাছে জায়গা বিক্রী করতে অস্বীকার করে। এ কারণে দিল্লুর রহমান পীরের নির্দেশে তার খাস মুরিদ আনিসুর রহমান ভাড়াটিয়া বাদী আবুল কাসেমকে দিয়ে তার ও জিন্নাত আলীর (পি.ডব্লিউ-৬) বিরুদ্ধে বান্দরবান জেলার লামা থানায় জি.আর ১২৮/২০১২ নং মামলা করায়, ঐটি চাঁদাবাজীর মামলা, দিল্লুর পীরের অপর মুরিদ লুৎফর রহমান জিন্নাত আলীর বিরুদ্ধে সি.আর ৫৩/১৪ নং মামলাও করেছে, দিল্লুর পীর তার বিভিন্ন মুরিদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির জমি গ্রাস করার জন্য বিভিন্ন জেলায় মামলা করিয়েছে, তারা জেলখানায় একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়েছেন।

ঢাকার শাজাহানপুরের একরামুল আহসান কাঞ্চন কমিটির সামনে পি.ডব্লিউ-১১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, তারা তিন ভাই এক বোন, তাদের মা জীবিত। তার এক ভাই আক্তার-ই-কামাল, এক বোন ফাতেমা আক্তার ও মা কমরের নাহার রাজারবাগে পীর দিল্লুর রহমানের মুরিদ। এই তিন জন তাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই অর্থাৎ প্রায় তিনশত শতক সম্পত্তি অনুমাম মূল্য পনের কোটি টাকা উক্ত পীর দিল্লুর রহমানের দরবার শরীফের নামে লিখে দেয়। তিনি ও তার অপর ভাই ডাঃ কামরুল আহসান তাদের সম্পত্তি উক্ত পীর দিল্লুর রহমান বা তার দরবার শরীফের নামে লিখে না দেওয়ায় উক্ত পীর দিল্লুর রহমান সহ তার মা, বোন ও ভাই আক্তার-ই-কামাল তার ও তার অপর ভাই ডাঃ কামরুল আহসানের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিল। এ কারণে ভন্ডপীর দিল্লুর রহমানের নির্দেশে তার ভাই আক্তার-ই-কামাল বাদী হয়ে সিএমএম কোর্টেসি.আর ১২৪৪/১০ নং এবং নারায়ণগঞ্জ সিজেএম কোর্টে সি.আর ০৭/২০১২নং মামলা দয়ের করে, তাছাড়া তার উক্ত ভাই তার বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ১৯(৪)১৩ নং মামলা করে, তার মা কমরের নেহার বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে ঢাকা সিএমএম কোর্টে সি.আর ৫১১১/১০ নং মামলা এবং নারায়ণগঞ্জ সিজেএম কোর্টে সি.আর ১০১/১০ নং ও নারায়ণগঞ্জ জজকোর্ট সেসন ২৮৬/১০নং মামলা দায়ের করে। এছাড়া তার ভাই আক্তার-ই-কামাল তার বিরুদ্ধে হওয়া আরো ৫টি মামলায় তার মা কমরের নেহার অন্য ২টি মামলায় এবং বোন ফাতেমা আক্তার

২টি মামলায় সাক্ষী আছে। ভন্ডপীর দিল্লুর রহমানের বিভিন্ন মুরিদের দিয়ে করানো মামলাসমূহে যেখানে পতিতা নারীর প্রয়োজন হয় সেখানে দিল্লুর রহমানের নিশিন্ন মুরিদ শাকেরুল কবীর পতিতা নারী সরবরাহ করে। দিল্লুর রহমানের মাদ্রাসা মোহাম্মাদিয়া জামিয়া শরীফ মাদ্রাসার সভাপতি মফিজুল ইসলাম উক্ত পতিতা নারীদের ভাড়ার টাকা বহন করে। শাকেরুল কবীর তার বিরুদ্ধে ঢাকা সিএমএম কোর্টে সি.আর ২৯৯/১০ নং মিলা দায়ের করে। তাছাড়া সে তার বিরুদ্ধে হওয়া ভিন্ন পাঁচটি মামলার সাক্ষী আছে। মফিজুল ইসলাম বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে ঢাকা সিএমএম কোর্ট সি.আর ৫৬/১২নং মামলায় আপোষের কথা বলে এক কোটি টাকা মূল্যের বিশ শতক জমি লিখে নেয়। তাছাড়া পীর দিল্লুর রহমান স্বয়ং বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে ঢাকা সিএমএম কোর্টে সি.আর ৫৬৩/১২নং মামলা করে। পীর দিল্লুর রহমানের নির্দেশে তার ভাই ডাঃ কামরুল আহসানের বিরুদ্ধে ২২টি মামলা হয়। সে এখন পলাতক, পীর দিল্লুরের মাসিক পত্রিকা "আল-বাইনাতের" ষ্টোর ম্যানেজার ফারুকুর রহমান বাদ হয়ে মতিঝিল থানার মামলা নং- ৭৯(৫)১০ নং পীর দিল্লুরের মাদ্রাসা কমিটির পরিচালক ইমাম নাসিম হোসাইন বাদী হয়ে সিএমএম কোর্টে সি.আর ২৬২৮/১০ নং মামলা পীর দিল্লুরের মাদ্রাসার পরিচালক কর্নেল আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে ঢাকা সিএমএম কোর্টে সি.আর ৪৪৮৮/১০ নং, পীরের মুরিদ জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে নরসিংদী সিজেএম কোর্টে সি.আর ৫৯/১১নং, পীরের মুরিদ আফজাল হোসেন ওরফে আফজাল শেখ বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ জজকোর্টে সেসন ২৪৫১/১২নং, পীর দিল্লুরের ভাই মফিজুর রহমান বাদী হয়ে মতিঝিল থানার মামলা নং- ২০(৪)১১নং পীরের মুরিদ সোমা আক্তার বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ০৩/১২নং, পীরের মুরিদ হালিমুর রসিদ খান মুসা বাদী হয়ে ঢাকা সিএমএম কোর্টে ৩১৯/১২নং মামলা, পীরের মুরিদ ভুয়া নাম ঠিকানা ব্যবহার করে জহীর বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নং- ০১(৯)১২, পীরের মুরিদ মেজবাহ উদ্দিন সুমন বাদী হয়ে ঢাকা সিএমএম কোর্টে সি.আর ৮১/১২, পীরের মুরিদ আমিনুল ইসলাম নাহিন বাদী হয়ে সূত্রাপুর থানার মামলা নং- ১৮(৮)১৩ নং মামলা পীরের মুরিদ আবুল বাশার বাদী হয়ে ঢাকায় এসিড দমন ট্রাইব্যুনালে ০৩/১২নং মামলা, পীরের মুরিদ

আব্দুল হাই বাদী হয়ে গাজীপুর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ৮৬৫/১০নং, পীরের মুরিদ আবুল কাসেম বাদী হয়ে লক্ষীপুর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১২/১১ নং, পীরের মুরিদ আব্দুর রউফ বাদী হয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ঢাকায় ৭৭৩/১০নং, পীরের মুরিদ কামাল শিকদার ঢাকা সিএমএম কোর্টে সি.আর ১৫/১২নং, পীরের মুরিদ রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে যশোরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ৩৯/১৪নং, পীরের অপর দুরিম লালন বাদী হয়ে একই ট্রাইব্যুনালে মানব পাচার মামলা নং ৩১/১৬, পীরের মুরিদ নাহিদা আক্তার রত্না বাদী হয়ে খুলনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মানব পাচার ২০/১৬নং, পীরের মুরিদ মোঃ সোহেল যার বাড়ী কক্সবাজার সে চাঁদপুরে মানব পাচার ০৩/১৯নং, পীরের মুরিদ সাঈদা আক্তার বাদী হয়ে ঢাকায় মানব পাচার ১০/১৫ নং আর মুরিদ আশা বেগম কক্সবাজার মানব পাচার ৪৪৪/১৫নং মামলা তার বিরুদ্ধে দায়ের করে। সম্পত্তির লোভে ভন্ডপীরের হাত থেকে রেহাই পায়নি তার আপন ভাইয়েরাও, আপন তিন ভাই আনিসুর রহমান ফিরোজ, হাফিজুর রহমান হারুপ, জিল্লুর রহমান তরুণ এবং তাদের বন্ধ বিশিষ্ট শিল্পপতি এম.সাইফুল্লাহকে আনুমানিক ২০টি মামলায় একরামুল আহসান কাঞ্চনের সাথে আসামী করা হয়েছে। তাছাড়া ভন্ডপীর বিভিন্ন মামলায় অজ্ঞাত আসামীর মধ্যে তার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। এইভাবে তার বিরুদ্ধে গত দশ বছরে ৪৭টি মামলায় দিয়ে ৮ বছরের অধিক সময় জেল খাটিয়ে সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে উক্ত ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান। তন্মধ্যে, ৩৮টি মামলায় তিনি খালাসের আদেশ পান। বাকি ৯টি মামলা চলমান আছে। আপোষের কথা বলে এবং নতুন মামলা না দেওয়ার শর্তে বিগত ৩০/১০/২০১৬ইং নগদ ৩ লক্ষ টাকা এবং নারায়ণগঞ্জে পিলকুনী মৌজায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ২০ শতক জমি ভন্ডপীর দিল্লুর রহমানের মোহাম্মাদীয়া জামিয়া শরীফ মাদ্রাসার সভাপতি মফিজুল ইসলামের নামে দলিল নং- ১০৩৮৯, ১০৩৯০ মূলে লিখে নেয়। বর্তমানে ফতুল্লাস্থিত ডাইং মিল এবং ১০৭, শান্তিবাগের পৈত্রিক বাড়ী জোরপূর্বক দখল করে নেয়ার চেষ্টা করতেছে এই ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান।

প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত পেপার কাটিংগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রে উক্ত একরামুল আহসান কাঞ্চনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়।

প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত রাজার বাগের কথিত পীর দিল্লুর রহমানের মুরিদের বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা মামলা সমূহের তালিকায় একরামুল আহসান কাঞ্চনের কথিত সকল মামলা উল্লেখ আছে।

প্রদর্শনী-৪ হিসাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া NTV-তে ৬ পর্বের প্রতিবেদনে একরামুল আহসান কাঞ্চনকে কিভাবে ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান সিন্ডিকেট মামলায় ফাঁসিয়েছে দেখানো হয়।

তদন্ত কার্যক্রম চলাকালে ডাঃ শাহিন আক্তার ১৩/০৭/২০২০ইং তারিখে কমিশনে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি কমিটির সামনে বিগত ১৫/০৭/২০২০ইং তারিখে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঢাকার সবুজবাগের ডাঃ শাহিন আক্তার পি.ডব্লিউ-১৩ হিসাবে প্রদত্ত সাক্ষ্যে বলেন যে, তার স্বামীর নাম আব্দুল কাদের, জনৈক নুরুল ইসলাম তার স্বামী কাদেরের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ মানবপাচার ১৮/২০১৮ নং মামলা দায়ের করেন। জনৈক মোঃ ইব্রাহিম তার স্বামীর বিরুদ্ধে যশোরে মানব পাচার ১৮/২০১৭নং মামলা মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ দায়ের করেন। জনৈকা হামিদা বেগম তার স্বামীর বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে মানবপাচার ১৩৬/১৬নং মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলায় হামিদার স্বামী দাবী করে যে তার স্ত্রী টাকার জন্য মিথ্যা মামলা করে। ঐ মামলা পরবর্তীতে শেষ হয়ে যায়। মোঃ গিয়াস উদ্দিন বাদী হয়ে ঢাকায় মানব পাচার ৬/১৯নং মামলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে দায়ের করে। তার স্বামী ব্যবসা করতেন, তিনি কোন মানব পাচারের ঘটনায় জড়িত নয়। নুরুল ইসলাম, মোঃ ইব্রাহিম, হামিদা বেগম বা গিয়াস উদ্দিনকে তিনি বা তার স্বামী কখনো দেখেনি এবং ইতিপূর্বে চিনতেন না। তারা রাজারবাগের ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান মুরিদ। তার স্বামীকে জমি বিক্রি করতে বলায় এবং তিনি রাজী না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এ মিথ্যা মামলাগুলো দায়ের করে।

প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত পেপার কাটিংগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রে উক্ত আব্দুল কাদেরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়।

প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত রাজার বাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের মুরিদের বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা মামলা সমূহের তালিকায় আব্দুল কাদেরের কথিত মামলাগুলো উল্লেখ আছে।

প্রদর্শনী-৪ হিসাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া NTV-তে ৬ পর্বের প্রতিবেদনে আব্দুল কাদেরকে কিভাবে ভন্ডপীর দিলুর রহমান সিন্ডিকেট মামলায় ফাঁসিয়েছে দেখানো হয়।

সিদ্ধান্তসমূহ:

তদন্ত কমিটি গৃহীত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ সমূহ ভূক্তভোগীদের সরবরাহকৃত মিথ্যা মামলার তালিকা ও বিভিন্ন তারিখের সংবাদপত্রের কাটিং, টিভিতে প্রচারিত সংবাদের ফুটেজ, কতিপয় মিথ্যা মামলার বাদী ও মামলাবাজ সিন্ডিকেটের সদস্যের সাথে কমিটির ফোনালাপ, রাজারবাগের কথিত পীর সংক্রান্ত তথ্য একত্রে বিশ্লেষণে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়:

১) ভূক্তভোগীগণ অর্থাৎ প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকার আসামীগণ পরস্পর পূর্ব পরিচিত নন। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে বসবাস করেন। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা প্রতারণামূলক ও ভিত্তিহীন মামলায় যখন জেলখানায় আটক ছিলেন তখন তাদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের চেনা-জানা হয়। সেখানেই তারা নিজেদের কথা আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারেন যে, নির্দিষ্ট কিছু লোক কোন মামলায় বাদী হলে অন্য মামলায় সাক্ষী হয়ে আবার কোন মামলায় সাক্ষী হলে অন্য মামলায় বাদী হয়ে বিভিন্ন জেলায় মিথ্যা মামলা করে যাচ্ছেন।

২) প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকার বাদী ও সাক্ষীগণ ঘুরেফিরে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক এবং সাক্ষীদের অভিন্ন সাক্ষ্যমতে তাদের সবার সাথে রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের সম্পর্ক আছে। এই মুষ্টিমেয় ৫০-৬০ জনই সারাদেশের মামলাবাজ সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

৩) কোন একজন পেশাজীবী লোকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় একাধিক মানব পাচারের মামলা হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক। এ ধরনের মামলায় সমাজের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ভাল মানুষ থেকে শিশু পর্যন্ত কেউই রেহাই পায়নি।

৪) প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত মামলার তালিকার বাদী ও সাক্ষী যেমন ঘুরে ফিরে একই তেমনি বিভিন্ন জেলায় তাদের দায়েরকৃত প্রায় সবগুলো মামলার প্রকৃতিও একই। আর তা' হলো মানব পাচার মামলা।

৫) অধিকাংশ মামলাগুলোই থানায় দায়ের হয়েছে অর্থাৎ জি.আর মামলা। মামলাবাজ সিন্ডিকেট থানা ও থানার কিছু অসাধু কর্মকর্তাকে মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৬) অধিকাংশ ভূক্তভোগীর বিরুদ্ধে তাদের অপরিচিত ভিন্ন ভিন্ন জেলায় মামলা করা হয়েছে হয়রানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। পরিবারের কোন সদস্য এরূপ ভূক্তভোগীর জন্য আইনী সহায়তার জন্য তৎপরতা চালালে তার বিরুদ্ধেও ভিন্ন ভিন্ন জেলায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৭) সবগুলো মামলার মাষ্টার মাইন্ড রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমান। তিনিই তার ভক্ত, মুরিদ বা ভাড়াটিয়া লোকদের বাদী ও সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করে সম্পত্তি ও অর্থ আত্মসাতের জন্য একেক জনের বিরুদ্ধে একাধিক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন মানব পাচারের মামলা করিয়েছেন।

৮) মামলাবাজ সিন্ডিকেটের মামলার জালে জড়াবার পূর্বে প্রায় সকল ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধে পূর্বে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না।

৯) বর্তমানে সারাদেশের বিভিন্ন কারাগারে অনেক ভুক্তভোগী এইসব মিথ্যা মামলায় আটক আছেন এবং তাদের স্বজনদের যারা মামলায় তদবীর করছেন তাদেরকে নতুন মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই এই আত্মীয়-স্বজনরা নতুন মামলার ভয়ে মামলার তদবীর করতে পারছেন না। ফলশ্রুতিতে ভুক্তভোগীদের কারাজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

১০) ভন্ডপীর দিলুর রহমান কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত দৈনিক "আল-ইহসান" এবং মাসিক "আল-বাইয়্যিনাত" পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিরোধী উস্কানীমূলক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ভন্ডপীর দিলুরের রাজারবাগ দরবার শরীফ (সাং-৫, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা) ② মোহাম্মাদীয়া জামিয়া শরীফ ③ সাইয়্যিদুল আইয়াদ শরীফ কর্তৃক পরিচালিত সংগঠন "উলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যিনাত" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত ৮টি জঙ্গী সংগঠনের একটি।

১১) কিছু কিছু মামলার নথিতে দেখা যে, বাদী নিজেই কোর্টে স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, ভন্ডপীর দিলুর, তদীয় পত্নী অজিফাতুল্লাহ ও তাদের ছেলে মোহাম্মদ রহমান মোয়াজ এর প্ররোচনায় মামলা করেছে। এমনকি মামল বাজ সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য শাকেরুল কবির গং নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে গিয়ে উল্টো নিজেরাই সাতক্ষীরার কলারোয়া থানায় গ্রেফতার হয়েছে।

১২) মামলাবাজ সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম এতোই বেশী যে, ভুক্তভোগীরা কোন মামলায় জামিন পেলে তৎক্ষণাৎ ভূয়া সৃজিত ওয়ারেন্ট দিয়ে কারাগারে আটকে

রাখা হয়। তারপর ফাঁসানো হয় আবার নতুন কোন মামলায়, এভাবে দীর্ঘায়িত হয় ভূক্তভোগীদের কারাবাস।

সুপারিশসমূহঃ

তদন্ত কমিটি বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রেক্ষিতে কমিশনের কাছে নিম্নরূপ সুপারিশ করছেঃ

১) রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের মুরিদ, ভক্ত বা ভাড়াটিয়া লোকদের বাদী ও সাক্ষী হয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা মিথ্যা মামলা সমূহের তালিকা সরকার যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রস্তুত করে সে সকল মামলা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৪ ধারামতে প্রত্যাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২) সমাজের প্রতিষ্ঠিত, সুনামধারী, শিক্ষিত লোকদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় মিথ্যা মামলা দায়েরের মূল হোতা রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমানকে আইনের আওতায় নিয়ে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩) একইভাবে দিলুর রহমানের বিশিষ্ট অনুসারীদের আইনের আওতায় নিয়ে তাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪) যে সকল মুরিদ-ভক্তদের মিথ্যা মামলায় বাদী ও সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য প্রচলিত আইনে মামলা করতে হবে।

৫) বিভিন্ন থানার যে সকল অসাধু পুলিশ কমকর্তা এ সিন্ডিকেটকে মিথ্যা মামলা করতে সহায়তা করেছেন তাদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৬) রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমান ও তার প্রতিষ্ঠান সমূহের নামে যে সকল সম্পদ রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করে আয়ের উৎস ও রাজস্ব প্রদানের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

৭) সাধারণ মানুষকে যেন ধর্মের নামে ধোঁকা দিতে না পারে এবং নিরীহ মানুষের অর্থ-সম্পদ যেন হয়রানীমূলক ভাবে মিথ্যা মামলা করে হাতিয়ে নিতে না পারে সেজন্য রাজারবাগের কথিত পীর দিলুর রহমানের মূল আস্তানা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শাখা-কার্যালয়সমূহ বন্ধ করে দিতে হবে। একই সাথে তার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত জঙ্গী সংগঠন "উলামা আঞ্জুমান আল-বাইয়্যিনাত" এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রচারিত সংবাদপত্র "আলবাইয়্যিনাত ও আল ইহসান" নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

২৪/৮/২০২১

আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
এবং
সদস্য সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের
করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি

২৪/৮/২০২১

মিজানুর রহমান খান
অবৈতনিক সদস্য
এবং
আহ্বায়ক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের
করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি